দৈনিক
আজকালের খবর

Date:29-04-2016 Page 08, Col 2-4 Size: 18 Col*Inc

জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচেই থাকবে : এসকাপ

● আজকালের খবর প্রতিবেদক

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে সরকার আত্মবিশ্বাসী হলেও বিশ্বব্যাংকসহ অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মতো জাতিসংঘও বলছে, প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচেই থাকবে। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে হালনাগাদ জরিপে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে।

জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিকের (এসকাপ) ২০১৬ সালের এই জরিপ প্রতিবেদন গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আইডিবি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদন তুলে ধরে এসকাপের অর্থনৈতিক কর্মকর্তা ড. শুভজিৎ ব্যানার্জি বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চললেও রফতানি ও কৃষি খাতের উন্নতির কারণে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। বাংলাদেশের জন্য আমাদের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রধানত অভ্যন্তরীণ খাত থেকে আসবে, নতুন ভোক্তা সৃষ্টি হবে। অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের জন্যই আসলে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ ভাগ ধরা হচ্ছে। বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে অন্য সংস্থাগুলোর চেয়ে ইউএনএসকাপ 'বেশি ইতিবাচক' মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'বিশ্ব বাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজার যদি অনিশ্চয়তার মুখে না পড়ে তাহলে পূর্বাভাস শেষ পর্যন্ত আরো কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে।' প্রবৃদ্ধির চলমান ধারা বজায় রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর জোর দেন এসকাপের এই গবেষক।

তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে যেভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। মূলত অবকাঠামো উন্নয়নের অভাবে দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ২০১৬ প্রতিবেদন প্রকাশের এই অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ডি ওয়াটকিন্স উপস্থিত ছিলেন। এসকাপের অর্থনৈতিক কর্মকর্তা শুভজিৎ বলেন, প্রবৃদ্ধির অর্থ গরিবের হাতে যেতে পারছে না। তাই বৈষম্য বাড়ছে। দারিদ্র্য বিমোচনের কাঙ্ক্ষিত হার অর্জন না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এ বিষয়ে সরকারের মনোযোগ দেয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। জাতিসংঘ ও সরকারের মধ্যে প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলনে তারতম্য নিয়ে দেবপ্রিয় বলেন, এগুলো সবই প্রাক্কলন। একেক জন একেক ধরনের সূচক ব্যবহার করেন। আবার একেক জন একেক ধরনের তথ্যের ভিত্তিতে করেন; কেউ তিন মাসের আবার কেউ ছয় মাসের, কেউ অন্য কোনো দেশের সঙ্গে তুলনামূলক তথ্য দিয়ে প্রাক্কলন করে। তাই ৬ দশমিক ৮ ভাগের সঙ্গে ৭ দশমিক ০৫-এর তুলনা করে আমরা বলব, একটা বেশি একটা কম– এটা তুলনীয় না। কারণ তথ্য ভিত্তি ভিন্ন এবং যে সব বিশ্লেষণী কাঠামো ব্যবহার করা হয় সেগুলোও ভিন্ন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রথম নয় মাসের (জুলাই-মার্চ) তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেবে এবার জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ০৫ শতাংশ হবে বলে চলতি মাসের শুরুর দিকে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জানিয়েছিলেন; বাজেটেও ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল। তবে বিশ্বব্যাংকের ছয় মাসের ও এডিবির নয় মাসের হালনাগাদ প্রতিবেদনে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৭ শতাংশের বেশি হবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আইএমএফও বলেছে, ৬ দশমিক ৩ শতাংশের কথা।

আলোকিত বাংলাদেশ
The Daily Alokito Bangladesh

Date: 29-04-2016 Page 01, Col 7-8 Size: 22 Col*Inc

এবার প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ

চমৎকার সময় পার করছে বাংলাদেশের অর্থনীতি

◉ নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্ব অর্থনীতিতে ধারাবাহিক মন্দা, দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দক্ষ জনশক্তির অভাব, শ্রমের নিম্ন উৎপাদনশীলতা ও অবকাঠামো সংকটের মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনীতি চমৎকার সময় পার করছে বলে মনে করে জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক (এসকাপ)। সংস্থার সর্বশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপে বলা হয়েছে, বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। গেল অর্থবছর এ হার ছিল সাড়ে ৬ শতাংশ। তবে চলতি অর্থবছরে (২০১৫-১৬) বাংলাদেশে মোট দেশজ আয়ে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি। আর আগামী বছর প্রবৃদ্ধি উন্নীত হবে ৭ শতাংশে। যদিও চলতি অর্থবছরেই প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে বলে দাবি করছে সরকার। বৃহস্পতিবার রাজধানীর আইডিবি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১৬ সালের প্রতিবেদন প্রকাশ করে এসকাপ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ডি ওয়াটকিন্স। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

চমৎকার সময় পার

● ১ম পৃষ্ঠার পর

এসকাপের অর্থনৈতিক কর্মকর্তা ড. শুভজিৎ ব্যানার্জি। প্রতিবেদনের ওপর মতামত পেশ করেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ও এসকাপের নির্বাহী সম্পাদক ড. সামশাদ আখতারের একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করা হয়। মূল প্রবন্ধে বলা হয়, বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চললেও রফতানি ও কৃষি খাতের উন্নতির কারণে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। বেসরকারি খাতে অভ্যন্তরীণ ভোগের চাহিদা কমে এলেও এখনও তা ইতিবাচক পর্যায়ে রয়েছে। মূল্যস্ফীতি কমে আসার পাশাপাশি প্রবাসী আয় বেড়ে যাওয়ায় আগামীতে ভোগ চাহিদা আরও বাড়বে। সরকারি খাতে কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি ও সামাজিক খাতে সরকারের উচ্চ ব্যয় অভ্যন্তরীণ চাহিদা ধরে রাখবে।

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে অন্য সংস্থাগুলোর চেয়ে ইউএনএসকাপ বেশি ইতিবাচক বলে দাবি করেন ড. শুভজিৎ ব্যানার্জি। তিনি বলেন, বিশ্ববাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজার অনিশ্চয়তায় না পড়লে প্রবৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত আরও বাড়তে পারে। আগামী অর্থবছর প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা বজায় রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর প্রতিবেদনে জোর দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে বৈদেশিক বিনিয়োগ আসেনি। মূলত অবকাঠামো উন্নয়নের অভাবে দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশই আসছে পোশাক খাত থেকে। ইউরোপ থেকে রফতানি আদেশ কমে এলেও তুলার দামে নিম্নমুখী প্রবণতার কারণে রফতানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বেশি পরিমাণে প্রবাসী আয় এলেও আমদানি চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে বিদেশি লেনদেনের চলতি হিসাবে জিডিপির দশমিক ৮ শতাংশ ঘাটতি দেখা দেয়। ৩ বছর পর প্রথম বারের মতো চলতি হিসাবে ঘাটতি দেখা দেয় ২০১৫ অর্থবছরে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মধ্য মেয়াদে বেশ বড় কয়েকটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। অবকাঠামো ঘাটতি ও জ্বালানি সংকটের দ্রুত সমাধানের পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি। রফতানি আয়ে পোশাকের ওপর একক নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠারও প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করে সংস্থাটি। তাছাড়া শ্রমের পরিবেশের উন্নতি নিশ্চিত করারও তাগিদ দেয়া হয়েছে প্রতিবেদনে। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বেশ ভালো। তবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) চেয়ে প্রবৃদ্ধিতে বেশ পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বর্তমান প্রবৃদ্ধির সুফল দরিদ্র জনসাধারণ খুব বেশি পাচ্ছে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কমছে, ব্যক্তি বিনিয়োগ বাড়ছে না, প্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমশক্তি কমছে।

দেবপ্রিয় বলেন, বিপুল পরিমাণ শ্রমিক কাজ করছে বিনাপারিশ্রমিকে। তাছাড়া অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতেও শ্রমশক্তির পরিমাণ বাড়ছে। এসব শ্রমিক কম মজুরিতে তুলনামূলক খারাপ পরিবেশে কাজ করে থাকেন। শ্রমিকের দক্ষতা বাড়াতে আগামী বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানান দেবপ্রিয়। অবকাঠামো উন্নয়নে নেয়া বড় প্রকল্পগুলো দ্রুত শেষ করা প্রয়োজন বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চলতি বছর ৪ দশমিক ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে। আর আগামী বছর তা ৫ শতাংশে উন্নীত হবে বলেও ধারণা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসের তথ্য বিশ্লেষণ করে এবার জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ০৫ শতাংশ হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। এবারের জাতীয় বাজেটে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল। তবে বিশ্বব্যাংকের ৬ মাসের ও এডিবির ৯ মাসের হালনাগাদ প্রতিবেদনে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৭ শতাংশের বেশি হবে না বলে দাবি করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাবে এবার প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ৩ শতাংশ।

আমাদের অর্থনীতি
Date:29-04-2016 Page 01, Col 5 Size:05 Col*Inc

এ বছর প্রবৃদ্ধি হবে ৬.৮ শতাংশ

–এসকাপ

জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭

হাসান আরিফ : বাংলাদেশে এ বছর প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়াবে ৭ শতাংশ। আর ২০১৫ সালে মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ৪ শতাংশ ছিল বলে জানানো হয়। জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল-সংক্রান্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (এসকাপ) ২০১৬ সালের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

গতকাল রাজধানীর আইডিবি ভবনে সকাল সাড়ে ১০টায় এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ওয়াটকিনস, ড. শুভজিৎ ব্যানার্জি, সিপিডির সিনিয়র ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ১

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদন তুলে ধরে এসকাপের অর্থনৈতিক কর্মকর্তা ড. শুভজিৎ ব্যানার্জি বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চললেও রপ্তানি ও কৃষি খাতের উন্নতির কারণে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। বাংলাদেশের জন্য আমাদের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রধাণত অভ্যন্তরীণ খাত থেকে আসবে, নতুন ভোক্তা সৃষ্টি হবে। অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের জন্যই আসলে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ ভাগ ধরা হচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ডি ওয়াটকিন্স উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদনা : সুমন ইসলাম

www.dailyasianage.com
THE ASIAN AGE
CITY EDITION
Date:29-04-2016 Page:08, Col 1-4 Size:32 Col*Inc

ESCAP's growth projection lower than government's

ESCAP projects 6.8pc GDP growth

The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) on Thursday said Bangladesh's GDP growth in the current fiscal year will be 6.8 percent.

The UN body came up with the projection while launching its flagship publication 'Economic and Social Survey for Asia and the Pacific 2016' at an event at IDB Bhaban in the city. UN Resident Coordinator in Bangladesh Robert D Watkins and CPD Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhatta-charya also spoke at the programme, jointly arra-nged by United Nations Information Centre (UNIC) in Dhaka and United Nations Resident Coordinator's office in Bangladesh.

Placing the survey report, ESCAP economic affair officer Bangkok Shuvojit Banerjee said, "The outlook for growth (of Bangladesh) remains optimistic, with growth being projected at 6.8 percent in 2016 and 7 percent in 2017."

Apart from strong household spending supported by steady employment growth, economic growth should also benefit from a supportive macro-economic policy stance, including a 50-basis point reduction in the policy rate in January 2016 and the planned, larger fiscal deficit of 5 percent of GDP for the fiscal year 2016, the survey said.

On the downside, it said, high non-performing loans could constrain the growth of the bank loans.

According to the survey, Bangladesh has sustained a robust and resilient economic growth rate of more than 6 percent in the past several years. In the 2015, the output grew by 6.5 percent, up from 6.1 percent in 2014, despite political turmoil in the third quarter. Earlier on April 5 last, Planning Minister AHM Mustafa Kamal said Bangladesh is set to overcome its six percent GDP growth 'trap' the end of the current fiscal year as per a provisional estimate.

"This is a matter of pride for the whole nation as we're going to achieve 7.05 percent GDP growth rate for the first time," he said while briefing reporters after a meeting of National Economic Council (NEC) held with Prime Minister Sheikh Hasina in the chair. As his attention was drawn to the government's GDP growth projection, Shuvojit Banerjee said their estimation is a slight lower than the government's one. "Our projection is very close to the government's one. I think we made the estimate with more optimism than other oragansitions." Shuvojit said Bangladesh's economic growth faces uncertainty caused by global risks. Although the share of private consumption in GDP of Bangladesh has trended downwards in recent years, household spending continued to propel the economy in 2015, supported by lower inflation, higher workers' remittances and farm incomes, and rising public-sector wages and transfer payments, according to the survey. Garment exports, accounting for more than 80 percent of total exports, were sluggish on subdued orders from Europe and lower cotton prices, it said. Despite favourable workers' remittances, strong import demand and tepid export of goods pushed the current account balance into a deficit of 0.8 percent of GDP in 2015, the first shortfall in three years, the study said.

It said inflation dropped slightly to 6.4 percent in 2015 amid a vigilant monetary policy and a stable exchange rate that enabled pass-through of lower global food prices.

Despite strong growth performance in past years, several medium-term development challenges remain. The challenges include, among others, the need to reduce infrastructure and energy shortages, broaden the export base beyond garments and ensure decent work conditions and labour rights, the study observed. Dr Debapriya said Bangladesh has no systematic mechanism to monitor the global situation to keep short-term budgetary, fiscal and monetary measures, tho-ugh both continuous recession and recovery in the global economy create problem for Bangladesh. -UNB

বাংলাদেশ সময়
THE DAILY BANGLADESH SHOMOY
Date:29-04-2016 Page 01, Col 1 Size 8.5 Col*Inc

প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচেই থাকবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে সরকার আত্মবিশ্বাসী হলেও বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মতো জাতিসংঘও বলছে, প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচেই থাকবে। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে হালনাগাদ জরিপে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ শতাংশ প্রক্কলন করা হয়েছে।

জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিকের (এসকাপ) ২০১৬

▷ পৃষ্ঠা ২ কলাম ২ ব

প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের

সালের এই জরিপ প্রতিবেদন গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আইডিবি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদন তুলে ধরে এসকাপের অর্থনৈতিক কর্মকর্তা ড. শুভজিৎ ব্যানার্জি বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চললেও রপ্তানি ও কৃষি খাতের উন্নতির কারণে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। বাংলাদেশের জন্য আমাদের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রধানত অভ্যন্তরীণ খাত থেকে আসবে, নতুন ভোক্তা সৃষ্টি হবে। অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের জন্যই আসলে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ ভাগ ধরা হচ্ছে।

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে অন্য সংস্থাগুলোর চেয়ে ইউএনএসকাপ 'বেশি ইতিবাচক' মন্তব্য করে তিনি বলেন, বিশ্ব বাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজার যদি অনিশ্চয়তার মুখে না পড়ে তাহলে পূর্বাভাস শেষ পর্যন্ত আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে। প্রবৃদ্ধির চলমান ধারা বজায় রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উপর জোর দেন এসকাপের এই গবেষক।

তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে যেভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। মূলত অবকাঠামো উন্নয়নের অভাবে দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ২০১৬ প্রতিবেদন প্রকাশের এই অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ডি ওয়াটকিন্স উপস্থিত ছিলেন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসের (জুলাই-মার্চ) তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেবে এবার জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ০৫ শতাংশ হবে বলে চলতি মাসের শুরুর দিকে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জানিয়েছিলেন; বাজেটেও ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল।

তবে বিশ্ব ব্যাংকের ছয় মাসের ও এডিবির নয় মাসের হালনাগাদ প্রতিবেদনে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৭ শতাংশের বেশি হবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আইএমএফও বলেছে, ৬ দশমিক ৩ শতাংশের কথা।

THE BANGLADESH TODAY
Date: 29-04-2016 Page 10, Col 1-4 Size: 18 Col*Inc

ESCAP projects 6.8pc GDP growth

DHAKA : The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) on Thursday said Bangladesh's GDP growth in the current fiscal year will be 6.8 percent, reports UNB.

The UN body came up with the projection while launching its flagship publication 'Economic and Social Survey for Asia and the Pacific 2016' at an event at IDB Bhaban in the city.

UN Resident Coordinator in Bangladesh Robert D Watkins and CPD Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya also spoke at the programme.

Placing the survey report, ESCAP economic affair officer Bangkok Shuvojit Banerjee said, "The outlook for growth (of Bangladesh) remains optimistic, with growth being projected at 6.8 percent in 2016 and 7 percent in 2017."

Apart from strong household spending supported by steady employment growth, economic growth should also benefit from a supportive macroeconomic policy stance, including a 50-basis point reduction in the policy rate in January 2016 and the planned, larger fiscal deficit of 5 percent of GDP for the fiscal year 2016, the survey said.

On the downside, it said, high non-performing loans could constrain the growth of the bank loans.

According to the survey, Bangladesh has sustained a robust and resilient economic growth rate of more than 6 percent in the past several years. In the 2015, the output grew by 6.5 percent, up from 6.1 percent in 2014, despite political turmoil in the third quarter.

Earlier on April 5 last, Planning Minister AHM Mustafa Kamal said Bangladesh is set to overcome its six percent GDP growth 'trap' the end of the current fiscal year as per a provisional estimate.

"This is a matter of pride for the whole nation as we're going to achieve 7.05 percent GDP growth rate for the first time," he said while briefing reporters after a meeting of National Economic Council (NEC) held with Prime Minister Sheikh Hasina in the chair.

As his attention was drawn to the government's GDP growth projection, Shuvojit Banerjee said their estimation is a slight lower than the government's one. "Our projection is very close to the government's one. I think we made the estimate with more optimism than other oragansitions."

ভোরের ডাক
Date:29-04-2016 Page 01, Col 7 Size: 09 Col*Inc

জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের ওপরে উঠবে না

-ইউএনএসকাপ

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে সরকার আত্মবিশ্বাসী হলেও বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মতো জাতিসংঘও বলছে, প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচেই থাকবে।

এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে হালনাগাদ জরিপে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে।

জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিকের (এসকাপ) ২০১৬ সালের এই জরিপ প্রতিবেদন গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আইডিবি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদন তুলে ধরে এসকাপের অর্থনৈতিক কর্মকর্তা ড. শুভজিৎ ব্যানার্জি বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চললেও রপ্তানি ও কৃষি খাতের উন্নতির কারণে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে।

বাংলাদেশের জন্য আমাদের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রধানত অভ্যন্তরীণ খাত থেকে আসবে, নতুন ভোক্তা সৃষ্টি হবে। অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের জন্যই আসলে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ ভাগ ধরা হচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের

প্রথম পৃষ্ঠার পর : বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে অন্য সংস্থাগুলোর চেয়ে ইউএনএসকাপ বেশি ইতিবাচক মন্তব্য করে তিনি বলেন, বিশ্ব বাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজার যদি অনিশ্চয়তার মুখে না পড়ে তাহলে পূর্বাভাস শেষ পর্যন্ত আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে। প্রবৃদ্ধির চলমান ধারা বজায় রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উপর জোর দেন এসকাপের এই গবেষক।

তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে যেভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। মূলত অবকাঠামো উন্নয়নের অভাবে দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ২০১৬ প্রতিবেদন প্রকাশের এই অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ডি ওয়াটকিন্স উপস্থিত ছিলেন।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসের (জুলাই-মার্চ) তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেবে এবার জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ০৫ শতাংশ হবে বলে চলতি মাসের শুরুর দিকে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জানিয়েছিলেন; বাজেটেও ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল।

বণিক বার্তা
Date:29-04-2016 Page 16 Col 1-3 Size: 25.5 Col*Inc

ইউএন-এসকাপের প্রতিবেদন

শ্রমের উৎপাদনশীলতায় নিম্নসারিতে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশে কর্মক্ষম (ওয়ার্কিং এজ) মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। শ্রমবাজারও ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। পাশাপাশি বাড়ছে শ্রমের মজুরি। তার পরও এ মজুরি বিশ্বের, এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর গড় মজুরির তুলনায় অনেক কম। পাশাপাশি দেশে শ্রমের উৎপাদনশীলতাও খুবই কম। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে শ্রমের উৎপাদনশীলতায় বাংলাদেশের অবস্থান নিচের দিকে।

জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোস্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিকের (ইউএন-এসকাপ) প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। 'ইকোনমিক অ্যান্ড সোস্যাল সার্ভে অব এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক ২০১৬' শীর্ষক প্রতিবেদনটি এ অঞ্চলের ২৭টি দেশে গতকাল একযোগে প্রকাশ করা হয়।

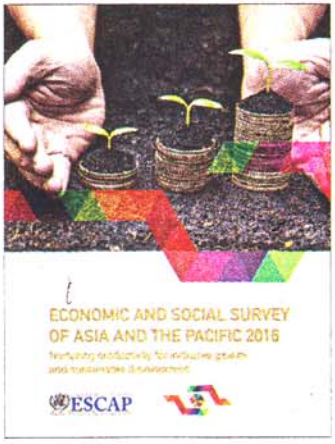

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে শ্রম উৎপাদনশীলতায় বাংলাদেশ রয়েছে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্থানে। এ দেশের শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতা বছরে মাত্র ৮ হাজার ডলার। বাংলাদেশের নিচে রয়েছে শুধু কম্বোডিয়া। দেশটির শ্রমিকদের গড় উৎপাদনশীলতা ৬ হাজার ডলার। বাংলাদেশের ওপরে রয়েছে কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান ও ভিয়েতনাম। দেশ তিনটির শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতা যথাক্রমে ৯ হাজার ও ১০ হাজার ডলার।

শ্রমের উৎপাদনশীলতায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শীর্ষে রয়েছে সিঙ্গাপুর। দেশটির শ্রমিকদের গড় উৎপাদনশীলতা ১ লাখ ৩২ হাজার ডলার। ১ লাখ ৬ হাজার ডলার নিয়ে এর পরে রয়েছে হংকং ও ৯৪ হাজার ডলার নিয়ে অস্ট্রেলিয়া। শীর্ষ পাঁচের অপর দুই দেশ জাপান ও নিউজিল্যান্ড। দেশ দুটির শ্রমের উৎপাদনশীলতা যথাক্রমে ৭৪ হাজার ও ৭০ হাজার ডলার। আর শ্রমের উৎপাদনশীলতা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলংকা ১৪তম, পাকিস্তান ২০ ও ভারত ২২তম স্থানে রয়েছে। দেশ তিনটির শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতা যথাক্রমে ২৩ হাজার, ১৮ হাজার ও ১৫ হাজার ডলার।

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে ইউএন-এসকাপের ব্যাংকক কার্যালয়ের ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স অফিসার ড. শুভজিৎ ব্যানার্জী বলেন, বাংলাদেশের শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৈশ্বিক, এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের তুলনায় অনেক কম। এছাড়া সাম্প্রতিককালে শ্রমের উৎপাদনশীলতা কমছে। এতে আগামীতে দেশের উৎপাদন তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। এজন্য এখনই নজর দেয়া উচিত।

প্রতিবেদনে বলা হয়, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত উপকরণ তথা শ্রমের দক্ষ ব্যবহারের ওপর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে। কারণ শ্রমের উৎপাদনশীলতা বেশি হলে অধিক বিনিয়োগ ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া ব্যবহৃত উপকরণগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করা গেলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বাড়ে, যা জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। এজন্য শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আয়ের ভিত্তিতেও পরিমাপ করা যায়। এক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অবস্থান নিচের দিকে।

অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে শ্রমের অবদানও প্রতিবেদনে তুলে ধরে ইউএন-এসকাপ। তাতে বলা হয়, মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির মূল্য সংযোজন কমছে। পাশাপাশি কমছে এ খাতে শ্রমিক নিয়োগের অনুপাতও। ১৯৮১-৯০ দশকে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল প্রায় ৩৫ শতাংশ, ২০১১-১৩ সময়ে যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৫ শতাংশে। আর এ খাতে ১৯৮১-৯০ দশকে শ্রমিক নিয়োগের হার ছিল প্রায় ৬৫ শতাংশ, ২০১১-১৩ সময়ে যা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৮ শতাংশে। এতে কৃষি খাতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বেড়েছে। পাশাপাশি জিডিপিতে কৃষি শ্রমিকের মাথাপিছু অবদানও সামান্য বেড়েছে।

দারিদ্র্য হ্রাসের হার কমছে: প্রতিবেদনের আরেক অধ্যায়ে দারিদ্র্যের হার ব্যাখ্যা করা হয়। এতে বলা হয়, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কমার গতি ধীর হয়ে গেছে। এছাড়া এক দশক ধরে ১ দশমিক ২৫ ডলার দারিদ্র্যের নিম্নরেখা (পভার্টি লাইন) হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এতে ২০১০ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩৩ শতাংশ, বর্তমানে যা প্রায় ২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে সম্প্রতি দারিদ্র্যের নিম্নরেখা বাড়িয়ে ১ দশমিক ৯০ ডলার করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার বেড়ে ৪০ শতাংশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, শ্রমের উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়াটা খুবই আতঙ্কের বিষয়। কারণ গত কয়েক বছরে বেসরকারি বিনিয়োগ কমেছে। বৈদেশিক বিনিয়োগও খুব একটা বাড়েনি। তবে শ্রমের উৎপাদনশীলতার ওপর নির্ভর করে প্রবৃদ্ধি অর্জন হচ্ছিল। আর এখন বলা হচ্ছে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা কমছে। দারিদ্র্য কমার হারও ধীর হয়ে গেছে। এটি অর্থনীতির জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

চলতি অর্থবছর প্রবৃদ্ধি হবে ৬.৮%: প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেশ কয়েক বছর ধরে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দায় রফতানি খাত আক্রান্ত হতে পারে। তবে দ্রব্যমূল্য ও জ্বালানি তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে নিম্নমুখী হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ কিছুটা স্বস্তিতে রয়েছে। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি এখনো কিছুটা রয়ে গেছে। এতে চলতি অর্থবছর প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা ৭ শতাংশ হতে পারে।

আয়বৈষম্য বাড়ছে: প্রবৃদ্ধি হলেও এর সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না বলে মনে করে ইউএন-এসকাপ। এজন্য জিনি সহগ ব্যবহার করে সংস্থাটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের জিনি সহগ ছিল ২৭ দশমিক ৫৭ শতাংশ। বর্তমানে এটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১ দশমিক ৯৮ শতাংশ। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে আয় বৈষম্য বাড়ছে ও প্রবৃদ্ধির সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না।

ঝুঁকিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী: মানুষের আয় বাড়ায় বাংলাদেশে বড় একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হয়েছে। এটি দেশের জন্য একটি সম্ভাবনা। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য ঝুঁকিও রয়েছে। কারণ এদের জন্য কোনো ধরনের সামাজিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেশে নেই। তাই যেকোনো ধরনের দুর্যোগ বা অর্থনৈতিক ধাক্কা তাদের আবার নিচের দিকে নামিয়ে দিতে পারে।

daily observer
Second Edition
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Date:29-04-2016 Page 16, Col 5-7 Size: 12 Col*Inc

ESCAP projects BD's 6.8 pc GDP growth

Staff Correspondent

The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) on Thursday said Bangladesh's GDP growth in the current fiscal year will be 6.8 per cent.

The UN body came up with the projection while launching its flagship publication 'Economic and Social Survey for Asia and the Pacific 2016' at an event at IDB Bhaban in the city.

UN Resident Coordin-ator in Bangladesh Robert D Watkins and CPD Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya also spoke at the programme.

Placing the survey report, ESCAP economic affair officer Bangkok Shuvojit Banerjee said, "The outlook for growth (of Bangladesh) remains optimistic, with growth being projected at 6.8 per cent in 2016 and 7 per cent in 2017."

Apart from strong household spending supported by steady employment growth, economic growth should also benefit from a supportive macroeconomic policy stance, including a 50-basis point reduction in the policy rate in January 2016 and the planned, larger fiscal deficit of 5 per cent of GDP for the fiscal year 2016, the survey said.

On the downside, it said, high non-performing loans could constrain the growth of the bank loans.

According to the survey, Bangladesh has sustained a robust and resilient economic growth rate of more than 6 per cent in the past several years. In the 2015, the output grew by 6.5 percent, up from 6.1 per cent in 2014, despite political turmoil in the third quarter.

As his attention was drawn to the government's GDP growth projection, Shuvojit Banerjee said their estimation is a slight lower than the government's one.

"Our projection is very close to the government's one. I think we made the estimate with more optimism than other oragansitions."

daily sun
TRUE & IMPARTIAL
Date: 29-04-2016 Page 01, Col 3 Size 26 Col*Inc

ESCAP sees 6.8pc GDP growth

The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) on Thursday said Bangladesh's GDP growth in the current fiscal year will be 6.8 percent, reports UNB.

The UN body came up with the projection while launching its flagship publication 'Economic and Social Survey for Asia and the Pacific 2016' at an event at IDB Bhaban in the city.

UN Resident Coordinator in Bangladesh Robert D Watkins and CPD Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya also spoke at the programme, jointly arranged by United Nations Information Centre (UNIC) in Dhaka and United Nations Resident Coordinator's office in Bangladesh.

Placing the survey report, ESCAP economic affair officer Bangkok Shuvojit Banerjee said, "The outlook for growth (of Bangladesh) remains optimistic, with growth being projected at 6.8 percent in 2016 and 7 percent in 2017."

Apart from strong

Page 15 Col 2

ESCAP sees 6.8pc GDP growth

From Page 1

household spending supported by steady employment growth, economic growth should also benefit from a supportive macroeconomic policy stance, including a 50-basis point reduction in the policy rate in January 2016 and the planned, larger fiscal deficit of 5 percent of GDP for the fiscal year 2016, the survey said.

On the downside, it said, high non-performing loans could constrain the growth of the bank loans.

According to the survey, Bangladesh has sustained a robust and resilient economic growth rate of more than 6 percent in the past several years. In the 2015, the output grew by 6.5 percent, up from 6.1 percent in 2014, despite political turmoil in the third quarter.

Earlier on April 5 last, Planning Minister AHM Mustafa Kamal said Bangladesh is set to overcome its six percent GDP growth 'trap' the end of the current fiscal year as per a provisional estimate.

As his attention was drawn to the government's GDP growth projection, Shuvojit Banerjee said their estimation is a slight lower than the government's one. "Our projection is very close to the government's one. I think we made the estimate with more optimism than other oragansitions."

Shuvojit said Bangladesh's economic growth faces uncertainty caused by global risks.

Although the share of private consumption in GDP of Bangladesh has trended downwards in recent years, household spending continued to propel the economy in 2015, supported by lower inflation, higher workers' remittances and farm incomes, and rising public sector wages and transfer payments, according to the survey.

Garment exports, accounting for more than 80 percent of total exports, were sluggish on subdued orders from Europe and lower cotton prices, it said.

Despite favourable workers' remittances, strong import demand and tepid export of goods pushed the current account balance into a deficit of 0.8 percent of GDP in 2015, the first shortfall in three years, the study said.

It said inflation dropped slightly to 6.4 percent in 2015 amid a vigilant monetary policy and a stable exchange rate that enabled pass-through of lower global food prices.

Despite strong growth performance in past years, several medium-term development challenges remain. The challenges include, among others, the need to reduce infrastructure and energy shortages, broaden the export base beyond garments and ensure decent work conditions and labour rights, the study observed.

Dr Debapriya said Bangladesh has no systematic mechanism to monitor the global situation to keep short-term budgetary, fiscal and monetary measures, though both continuous recession and recovery in the global economy create problem for Bangladesh.

He said Bangladesh needs to increase labour productivity. "Education, skills, research and innovation are important to address the skill gap in Bangladesh."

"In Bangladesh, paradoxically unemployment rate increases with education. What does it say? It says the education we are getting is not matching the demand. So, the quality of education has become a very critical issue," Dr Debapirya opined.

In Bangkok, Dr Shamshad Akhtar, UN Under-Secretary Geneal and ESCAP Executive Secretary launched the survey. It emphasised that Asia-Pacific region will require higher and targeted fiscal spending, enhanced skills, better infrastructure and improved agricultural productivity.

As the nations begin implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development, the next phase of the Asia-Pacific economic growth should be driven by broad-based productivity gains, it said.

ESCAP recommends that if the region is to shift to a more sustainable development strategy driven by domestic demand, greater focus must be placed on productivity along with commensurate increases in real wages.

দৈনিক
দিনকাল
Date:29-04-2016 Page 04, Col 1-2 Size: 16 Col*Inc

বাজেট বাস্তবায়নে হতাশা

কমেছে বৈদেশিক সাহায্য-সহায়তা, রেমিট্যান্স, বিনিয়োগ, বেড়েছে রাজস্ব ঘাটতি

'বাজেট ২০১৫-১৬ দ্বিতীয় প্রান্তিক (জুলাই-ডিসেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন' পরশু সংসদে উপস্থাপন করেছেন অর্থমন্ত্রী। তাতে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) বাজেটের ৭৬ হাজার ৬২১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট ব্যয়ের ২৬ শতাংশ। গত অর্থবছরের তুলনায় এ পর্যন্ত বৈদেশিক অনুদান, ঋণ এবং রেমিট্যান্স কমেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে লক্ষ্যমাত্রার ৩৭ দশমিক ১ শতাংশ রাজস্ব আদায় এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট বরাদ্দের ২৩ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় কমেছে ৭ দশমিক ৮ শতাংশ।

প্রতিবেদনের তথ্যে হতাশাই হতে হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট পেশের পরপরই বিভিন্ন মহল থেকে বাস্তবতা তুলে ধরে বলা হয়েছিল, ঘোষিত বাজেট অবাস্তবায়নযোগ্য। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজির জন্যই অবাস্তবায়নযোগ্য বাজেট চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। জানা গেছে, চলতি অর্থবছরের বাজেট থেকে ৩০ হাজার ৫৩৬ কোটি টাকা কাটছাঁট করা হয়েছে। একই সঙ্গে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা কমানো হয়েছে ৩১ হাজার ৪৩ কোটি টাকা। অর্থবছরের ৬ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সরকারের বোধোদয় হয়েছে বাজেট কাটছাঁট ছাড়া গত্যন্তর নেই। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডি বাজেট ঘোষণার পরই বলেছিল, রাজস্ব ঘাটতি কম-বেশি ৪০ হাজার কোটি টাকা হতে পারে। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, বিনিয়োগ নেই, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কামাই-রোজগারে স্থবিরতা বিরাজমান, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা নেই– এমন অবস্থায় অর্থনীতির গতিধারা কখনোই ইতিবাচক হয় না। এ অবস্থা বিরাজকালে বিশাল লক্ষ্যমাত্রার রাজস্ব আদায় সম্ভব হবে না– এটা সরকার মানতে চায়নি। অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক অতিবাহিত হওয়ায় সরকারের চৈতন্যোদয় ঘটেছে। সরকার বাধ্য হয়েছে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে আনতে। অর্থবছরের অর্ধেক সময়ে (৬ মাস) প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্ধেক (৫০ শতাংশ) অর্জিত হওয়ার কথা। অথচ ৬ মাসে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘাটতির চিত্র বেরিয়ে এসেছে। গত অর্থবছরের চেয়েও চলতি অর্থবছরের চিত্র হতাশাজনক। গত অর্থবছরের ৬ মাসে বৈদেশিক অনুদান মিলেছে ৩৯৩ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে মিলেছে ২২৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১৬৯ কোটি টাকা কম। বৈদেশিক সকল ধরনের ঋণের প্রবাহও গত অর্থবছরের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে। চলতি বছরের সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক সহায়তার লক্ষ্যমাত্রা কমাতে হয়েছে সরকারকে নিরুপায় হয়েই। গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ অনিয়ম, দুর্নীতি, অদক্ষতার কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈদেশিক ঋণ-অনুদানের ক্ষেত্রে ক্রমসংকোচনের ধারা লক্ষণীয়। সরকার দাতাদেশ ও গোষ্ঠীর আস্থা অর্জনে সক্ষম না হওয়াতে বৈদেশিক সহায়তার ক্ষেত্র সংকোচিত হচ্ছে। দীর্ঘ ৫ বছর পর গত নভেম্বরে ঢাকায় উন্নয়ন সহযোগীদের (বিডিএফ) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সম্মেলনে উন্নয়ন সহযোগীরা সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কিছু উপদেশ দিয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে গেছে, সহায়তার হাত খোলেনি। সুশাসনের ঘাটতির প্রতিফলন বৈদেশিক অনুদান ও ঋণপ্রবাহ হ্রাস। গত কয়েক বছর ধরেই বৈদেশিক কর্মসংস্থানে ভাটার টান চলছে। কূটনৈতিক অদক্ষতাসহ নানা কারণে এ খাত চাঙ্গা করতে ব্যর্থ হচ্ছে সরকার। দীর্ঘদিনের নির্ভরযোগ্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বাজার হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে একে একে। যার ফল প্রবাসী আয় হ্রাস হচ্ছে। দেশের সবচেয়ে বৃহৎ উন্নয়ন কর্মসূচি এডিপি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) দুর্নীতি-অনিয়মের মচ্ছব চলে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সৎ-দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন হলেও সরকার গরজ দেখায় না। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থে অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্তকরণ, প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় দলবাজদের নিয়োগ দেয়াসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে এডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা ক্রমেই কমছে।

চলতি অর্থবছরের ৬ মাসে এডিপির মাত্র ২৩ শতাংশের বেশি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি অদক্ষতা, অযোগ্যতা এবং দুর্নীতি-অনিয়মের কারণে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রফতানিতে গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধি হয়েছে। চলতি বছরেও রফতানিতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি নেই। সামষ্টিক অর্থনীতি সন্তোষজনক নয়, আমদানির ব্যয় হ্রাসের চিত্রই বলে। নতুন কর্মসংস্থানের চিত্র হতাশাজনক। মানুষের কাজ হারানোর চিত্র উদ্বেগজনক। ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। শ্রম বাজার ছোট হয়ে আসছে। এর প্রভাবে আমদানি ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। ব্যাংকগুলোতে ডাকাত পড়েছে। রাজকোষও (রিজার্ভ) লোপাট হয়েছে। দাতাগোষ্ঠীর দরজায়-দরজায় ধরনা দিয়েও ঘোষিত বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয় তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

theindependent

Date:29-04-2016 Page 02, Col 7-8 Size: 17 Col*Inc

ESCAP projects 6.8pc growth in Bangladesh

The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) yesterday said Bangladesh's GDP growth in the current fiscal year will be 6.8 percent, reports UNB.

The UN body came up with the projection while launching its flagship publication 'Economic and Social Survey for Asia and the Pacific 2016' at an event at IDB Bhaban in the city. UN Resident Coordinator in Bangladesh Robert D Watkins and CPD Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya also spoke at the programme, jointly arranged by United Nations Information Centre (UNIC) in Dhaka and United Nations Resident Coordinator's office in Bangladesh.

Placing the survey report, ESCAP economic affair officer Bangkok Shuvojit Banerjee said, "The outlook for growth (of Bangladesh) remains optimistic, with growth being projected at 6.8 percent in 2016 and 7 percent in 2017."

Apart from strong household spending supported by steady employment growth, economic growth should also benefit from a supportive macroeconomic policy stance, including a 50-basis point reduction in the policy rate in January 2016 and the planned, larger fiscal deficit of 5 percent of GDP for the fiscal year 2016, the survey said.

On the downside, it said, high non-performing loans could constrain the growth of the bank loans. According to the survey, Bangladesh has sustained a robust and resilient economic growth rate of more than 6 percent in the past several years. In the 2015, the output grew by 6.5 percent, up from 6.1 percent in 2014, despite political turmoil in the third quarter. Earlier on April 5 last, Planning Minister AHM Mustafa Kamal said Bangladesh is set to overcome its six percent GDP growth 'trap' the end of the current fiscal year as per a provisional estimate.

"This is a matter of pride for the whole nation as we're going to achieve 7.05 percent GDP growth rate for the first time," he said while briefing reporters after a meeting of National Economic Council (NEC) held with Prime Minister Sheikh Hasina in the chair.

As his attention was drawn to the government's GDP growth projection, Shuvojit Banerjee said their estimation is a slight lower than the government's one. "Our projection is very close to the government's one. I think we made the estimate with more optimism than other oragansitions."

Shuvojit said Bangladesh's economic growth faces uncertainty caused by global risks.

Although the share of private consumption in GDP of Bangladesh has trended downwards in recent years, household spending continued to propel the economy in 2015, supported by lower inflation, higher remittances and farm incomes, and rising public sector wages and transfer payments, according to the survey.

Garment exports, accounting for more than 80 percent of total exports, were sluggish on subdued orders from Europe and lower cotton prices, it said. Despite favourable workers' remittances, strong import demand and tepid export of goods pushed the current account balance into a deficit of 0.8 percent of GDP in 2015, the first shortfall in three years, the study said.

It said inflation dropped slightly to 6.4 percent in 2015 amid a vigilant monetary policy and a stable exchange rate that enabled pass-through of lower global food prices.

Despite strong growth performance in past years, several medium-term development challenges remain.

দৈনিক ইত্তেফাক
Date: 29-04-2016 Page: 01, Col 5-7 Size: 18 Col* Inc

প্রবৃদ্ধির সুফল দরিদ্র মানুষ পাচ্ছে না

ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে গড়ে ৬ শতাংশের উপরে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। দরিদ্রমানুষের সংখ্যাও কমেছে, একটি বড় অংশ মধ্যবিত্তের কাতারে চলে এসেছে। কিন্তু একইসাথে বেড়েছে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান। ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ কমেছে, সেইসাথে কমেছে উৎপাদনশীলতা। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে হচ্ছে না। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) যে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে সেটি দরিদ্রবান্ধব নয়। বিশ্বব্যাপী যে মন্দা চলছে তার প্রভাবে অনেক নিম্নবিত্ত মানুষ দরিদ্র হবার ঝুঁকিতে থেকে যাচ্ছে। প্রবৃদ্ধির সুফল এই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষ পাচ্ছে না। গতকাল জাতিসংঘের ইকনমিক এন্ড সোশ্যাল কমিউনিকেশন ফর এশিয়া এন্ড প্যাসিফিক (এসকাপ) এর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছর শেষে (২০১৫-১৬) দেশের প্রবৃদ্ধির হার হতে পারে ৬. দশমিক ৮ শতাংশ। গতকাল আইডিবি ভবনে জাতিসংঘের ঢাকাস্থ কার্যালয়ে বাংলাদেশ অংশের প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ইউএন এসকাপ রিপোর্ট, প্রবৃদ্ধি হবে ৬.৮ শতাংশ

এসময় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী রবার্ট ডি. ওয়াটকিনস উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ইউএন এসকাপ ব্যাংককের অর্থনৈতিক বিষয়ক কর্মকর্তা ড. সুভজিৎ ব্যানার্জি। আলোচনায় অংশ নেন সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এসময় ইউএন আন্ডার সেক্রেটারি ড. শামসাদ আক্তারের ভিডিও বার্তা পেশ করা হয়।

প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে ড. শুভজিৎ ব্যানার্জি বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চললেও রপ্তানি ও কৃষিখাতের উন্নতির কারণে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। ৬ দশমিক ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে মূলত দেশের অভ্যন্তরীণ ভোক্তাদের উপর নির্ভর করে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কম থাকার সুফল পাচ্ছে বাংলাদেশ। তবে বিশ্ব বাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজার যদি অনিশ্চয়তার মুখে না পড়ে তাহলে প্রবৃদ্ধি সরকারের পূর্বাভাস ৭ দশমিক শূন্য ৫ ভাগ এর কাছাকাছি যেতে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে অভ্যন্তরীণ চাহিদার উপর নির্ভর করে। সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে, অবকাঠামোখাতেও সরকারি বিনিয়োগ বেড়েছে। তবে বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের আকার বাড়ছে যেটি উদ্বেগজনক। দেশের রফতানি মূলত গার্মেন্টস নির্ভর। এসকাপের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ক্রমশ কমছে। রফতানি বহুমুখীকরণ এবং শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানো বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, বাংলাদেশে এখনও এক-তৃতীয়াংশ মানুষ দরিদ্র। বর্তমানে আমরা সোয়া ডলারের নিচে আয় করে এমন মানুষদের দরিদ্র হিসেবে নিয়ে আসি, কিন্তু বিশ্বব্যাপী এই আয়ের সীমা এক দশমিক ৯ ডলারে উন্নীত করেছে। যদি বাংলাদেশে এই হিসেব করা হয় তাহলে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে। তিনি বলেন, দেশে শিক্ষার হার বাড়ছে, অন্যদিকে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে। এর মানে হলো দেশে যে ধরনের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা কর্ম উপযোগী নয়। কর্মে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু সেটি প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নয়, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে।

দৈনিক জনতা
Date:29-04-2016 Page 01, Col 5 Size: 08 Col*Inc

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ : জাতিসংঘ

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে জাতিসংঘ। যদিও চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসের (জুলাই-মার্চ) তথ্য বিশ্লেষণ করে সরকার বলছে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৭ দশমিক ০৫ শতাংশ। অন্যদিকে বিশ্ব ব্যাংক ও এডিবি'র মতে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৭ শতাংশ হতে পারে। এছাড়াও আইএমএফ'র পক্ষ থেকে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৩ শতাংশ হবে বলে আভাস

«২ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ কলাম দেখুন

বাংলাদেশের জিডিপি

দেয়া হয়েছে। তবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর গতি-প্রকৃতি বিচার ও বিশ্লেষণ করে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে নতুন এই ইঙ্গিত দেয়া হলো। ২০১৬ সালে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোস্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক'র (এসকাপ) হালনাগাদ জরিপে জিডিপি প্রবৃদ্ধির এ প্রাক্কলন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আইডিবি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই জরিপ প্রকাশ করা হয়।

জরিপ প্রতিবেদন তুলে ধরে এসকাপ'র অর্থনৈতিক কর্মকর্তা ড. শুভজিৎ ব্যানার্জি বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চললেও রফতানি ও কৃষি খাতের উন্নতির কারণে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। তাই বাংলাদেশের চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ শতাংশ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

তিনি বলেন, অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের জন্যই আসলে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে অন্য সংস্থাগুলোর চেয়ে ইউএন-এসকাপ বেশি ইতিবাচক। বিশ্ববাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজার যদি অনিশ্চয়তার মুখে না পড়ে তাহলে পূর্বাভাস শেষ পর্যন্ত আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির চলমান ধারা বজায় রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উপর জোর দিতে হবে।

শুভজিৎ ব্যানার্জি আরো বলেন, চলতি অর্থবছরে যেভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি বাংলাদেশ। মূলত অবকাঠামো উন্নয়নের অভাবে দেশে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ হচ্ছে না।

জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ডি ওয়াটকিন্স প্রমুখ।

যুগান্তর
Date 29-04-2016 Page 03, Col 8 Size: 15 col*inc

জাতিসংঘের পূর্বাভাস জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ

যুগান্তর রিপোর্ট

মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি নিয়ে এবার পূর্বাভাস দিল জাতিসংঘ। সংস্থাটি জানিয়েছে, চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১৭ অর্থবছরে যা বেড়ে ৭ শতাংশে পৌঁছাবে। জাতিসংঘ বলছে, সরকারের পূর্বাভাস অনুযায়ী জিডিপি ৭ দশমিক ০৫ হবে অর্জিত হবে না। তবে জাতিসংঘের এ প্রক্ষেপণ সরকারি পূর্বাভাসের অনেকটাই কাছাকাছি। এর আগে বিশ্বব্যাংক ও এডিবিসহ অন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর প্রক্ষেপণে বাংলাদেশের জিডিপি

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস অনেক কম দেখানো হয়।

জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল সার্ভে অব এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক ২০১৬ প্রতিবেদনে এসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আগারগাঁওয়ে ইউএন অফিসের সম্মেলন কক্ষে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

এ সময় সেখানে ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি রবার্ট ওয়াটকিনস ও ইউএন এসকাপের ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স অফিসার ড. শুভজিৎ ব্যানার্জি। ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নেন জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ও ইউএন এসকাপের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ড. শামসাদ আকতার। আলোচনায় অংশ নেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে সরকারের পূর্বাভাস অর্জিত না হওয়ার কয়েকটি কারণও তুলে ধরা হয়। বলা হয়, বিশ্ব মন্দা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজার হারাতে পারে বাংলাদেশ। তাছাড়া ব্যক্তি খাতে ঋণপ্রবাহ না বাড়া এবং উৎপাদনশীলতা কমায় জাতিসংঘ এ আশংকা করছে। এ সময় সংস্থাটি দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখারও পরামর্শ দেয়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মধ্য মেয়াদে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে বাংলাদেশের। এগুলো হচ্ছে : প্রবৃদ্ধির সুফল সব শ্রেণীর মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছানো, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ঘাটতি পূরণ, পোশাক খাতের বাইরে রফতানি বহুমুখীকরণ, পোশাক শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বহুমুখীকরণ, সক্ষমতা উন্নয়ন ইত্যাদি। তাছাড়া নন-পারফর্মিং লোন কমানো, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানো এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) কার্যকর বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

শুভজিৎ ব্যানার্জি বলেন, অর্থবছর ২০১৬-তে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান ভালো হবে এবং অভ্যন্তরীণ ভোগ বাড়বে। সরকার ৭ দশমিক ০৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। আমরা সেটি থেকে কিছুটা কম পূর্বাভাস দিয়েছি, কিন্তু অন্য উন্নয়ন সহযোগীদের চেয়ে তো পজেটিভ। তবে আমরা মনে করি, সরকারের পূর্বাভাসের কাছাকাছি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও ভালো। তিনি বলেন, বাংলাদেশের দারিদ্র্য কমছে। এটা ভালো। কিন্তু দারিদ্র্যের হার অনেক বেশি কমানোর সুযোগ রয়েছে। বৈষম্য বাড়ছে। এ বিষয়ে সরকারকে নজর দিতে হবে। বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির সুফল সমানভাবে পৌঁছাচ্ছে না। প্রবৃদ্ধি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার সুফল নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে যাচ্ছে না। সেটি না হলে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও এর প্রকৃত সুফল মিলবে না। তবে সরকারকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তা রয়েছে। যেমন ইউএস ইন্টারেস্ট রেট বাড়ছে। তাই এর একটি প্রভাব পড়তে পারে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য প্রতিবেদন বিষয়ে বলেন, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ উপকৃত হচ্ছে। তেলের দাম কম আছে এবং দ্রব্যমূল্য কম হওয়ায় আমদানিতে দাম কম পাচ্ছে। ফলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি খুব বেশি আন্তর্জাতিক বাজারনির্ভর। বর্তমান পরিস্থিতি তাই বাংলাদেশের জন্য শুভকর। কিন্তু অন্যদিকে রেমিটেন্স কম আসছে। মানুষ ভাবছে বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। স্বল্প মেয়াদে এ ভাবনা ঠিক। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে এর খারাপ প্রভাব পড়বে। কেননা বিশ্ব পরিস্থিতি বর্তমানে খুবই জটিল অবস্থায় রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা নিতে হবে। আগামী বাজেটে অবশ্যই কিছু উদ্যোগ নিতে হবে সেগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

যুগান্তর
Date 29-04-2016 Page 16, Col 1-2 Size: 18 col*inc

প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ সফলতার পরিচয় দিয়েছে ॥ জাতিসংঘ

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি নিয়ে সরকারের করা প্রক্ষেপণ ৭ দশমিক ০৫ হবে না বলে মনে করছে জাতিসংঘ। বলা হচ্ছে, চলতি ২০১৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ আর আগামী ২০১৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৭ শতাংশে পৌঁছাবে। এর অন্যতম কারণ *(৬ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)*

প্রবৃদ্ধি অর্জনে

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

হিসেবে বলা হয়েছে, বিশ্ব মন্দা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজার হারাতে পারে বাংলাদেশ। তাছাড়া ব্যক্তি খাতে ঋণ প্রবাহ না বাড়া এবং উৎপাদনশীলতা কমায় এমনটা আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে এর আগে বিশ্বব্যাংক ও এডিবিসহ অন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থারগুলোর প্রক্ষেপনেও বলা হয়েছে, প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচেই থাকবে। সংস্থাটির ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল সার্ভে অব এশিয়া এন্ড দ্য পেসিফিক ২০১৬-এর প্রতিবেদনে এসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁও-এ আইডিবি ভবনে ইউএন অফিস সম্মেলন কক্ষে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি রবার্ট ওয়াটকিনস, ইউএনএসকাপ-এর ইকোনমিক এ্যাফেয়ার্স, অফিসার ড. শুভজিৎ ব্যানার্জী এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে অংশ নেন জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ও ইউএন এসকাপের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ড. শামসাদ আকতার। আলোচনায় অংশ নেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, এগুলো হচ্ছে প্রবৃদ্ধির সুফল সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছানো, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুত ও জ্বালানির ঘাটতি পূরণ,পোশাক খাতের বাইরে রফতানি বহুমুখীকরণ, পোশাক শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বহুমুখীকরণ, দক্ষমতা উন্নয়ন ইত্যাদি। তাছাড়া বাংলাদেশে ননপারফর্মিং লোন বেশি হচ্ছে, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) কার্যকর বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ অংশে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফলতার পরিচয় দিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে। ২০১৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৫ শতাংশে, যা ২০১৪ সালে ছিল ৬ দশমিক ১ শতাংশ। যদিও তৃতীয় কোয়ার্টারে রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল না। বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জিডিপিতে ব্যক্তিখাতের ভোগ কমার লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু পরিবারভিত্তিক ক্রয় ক্ষমতা কিছুটা স্বাভাবিক ছিল। এর পিছনে অন্যতম বিষয় ছিল সহনীয় মূল্যস্ফীতি, রেমিটেন্স বৃদ্ধি, সরকারী খাতে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। পোশাক রফতানির ক্ষেত্রে দেখা যায়, যা মোট রফতানির ৮০ শতাংশ, ইউরোপের মন্দা ও তুলনার দাম কমে যাওয়ায় কিছুটা কম ছিল।

২০১৫ সালে মূল্যস্ফীতি কিছুটা নিম্নমুখী ছিল, যা ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। এটি হয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের সংকোচনমূলক মুদ্রা নীতি এবং বিনিময় হারের স্থিতিশীলতার জন্য। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে বিশ্ব বাজারের দ্রব্যমূল্য কম হওয়ার সুবিধা।

প্রতিবেদন উপস্থাপনের সময় শুভজিৎ ব্যানার্জী বলেন, অর্থবছর ২০১৬-তে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে, এর অন্যতম কারণ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান ভাল হবে এবং অভ্যন্তরীণ ভোগ বাড়বে। সরকার ৭ দশমিক ০৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। আমরা সেটি থেকে কিছুটা কম পূর্বাভাস দিয়েছি, কিন্তু অন্য উন্নয়নসহযোগীদের চেয়ে তা পজেটিভ। তবে আমরা মনে করি সরকারের পূর্বাভাসের কাছাকাছি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও ভাল। তিনি বলেন, বাংলাদেশের দারিদ্র্য কমছে। এটা ভাল। কিন্তু দারিদ্র্য হার অনেক বেশি কমানোর সুযোগ রয়েছে। বৈষম্য বাড়ছে। এ বিষয়ে সরকারকে নজর দিতে হবে। বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির সুফল সমানভাবে পৌঁছাচ্ছে না। প্রবৃদ্ধি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার সুফল নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে যাচ্ছে না। সেটি না হলে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও এর প্রকৃত সুফল মিলবে না। তবে সরকারকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তা

কালের কণ্ঠ

Date: 29-04-2016 Page: 04, Col: 6-8 Size: 24 Col*Inc

এ বছর জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৬.৮ শতাংশ

- এ বছর ৬.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে মূলত দেশের অভ্যন্তরীণ ভোক্তাদের ওপর নির্ভর করে
- বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কম থাকার সুফল পাচ্ছে বাংলাদেশ
- বিশ্ববাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজার অনিশ্চয়তার মুখে না পড়লে প্রবৃদ্ধি সরকারের পূর্বাভাস অনুযায়ী ৭.০৫ শতাংশের কাছাকাছি যেতেও পারে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চলতি (২০১৫-১৬) অর্থবছর শেষে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার হতে পারে ৬.৮ শতাংশ। জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিউনিকেশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিকের (এসকাপ) আর্থসামাজিক অগ্রগতির প্রতিবেদনে এ পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আইডিবি ভবনে জাতিসংঘের ঢাকার কার্যালয়ে বাংলাদেশ অংশের প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। এ সময় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী রবার্ট ডি ওয়াটকিনস উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ইউএন এসকাপ ব্যাংককের অর্থনৈতিকবিষয়ক কর্মকর্তা ড. সুভজিৎ ব্যানার্জি। আলোচনায় অংশ নেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এ সময় ইউএন আন্ডার-সেক্রেটারি ড. শামসাদ আক্তারের ভিডিও বার্তা পেশ করা হয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক প্রাক্কলনে এ বছর শেষে প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদিও বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও আইএমএফ বলছে, বছর শেষে প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচে থাকবে। ৭ শতাংশের নিচে প্রবৃদ্ধি থাকবে বলে এবার নতুন করে যোগ হলো জাতিসংঘের পূর্বাভাস। তবে সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রীর দাবি, সংস্থাগুলো অনুমান করে জিডিপির প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করে। তাই সেসব পূর্বাভাস আমলে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এ বছর শেষে প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের ওপরেই থাকবে বলে মনে করেন সরকারের এই দুই মন্ত্রী।

গতকাল সংবাদ সম্মেলনে ড. সুভজিৎ ব্যানার্জি বলেন, এ বছর ৬.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে মূলত দেশের অভ্যন্তরীণ ভোক্তাদের ওপর নির্ভর করে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কম থাকার সুফল পাচ্ছে বাংলাদেশ। তবে বিশ্ববাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজার যদি অনিশ্চয়তার মুখে না পড়ে তাহলে প্রবৃদ্ধি সরকারের পূর্বাভাস অনুযায়ী ৭.০৫ শতাংশের কাছাকাছি যেতেও পারে।

সুভজিৎ ব্যানার্জি আরো বলেন, বিশ্বব্যাপী মন্দা আরো দীর্ঘায়িত হতে পারে। চীনের প্রবৃদ্ধি আগের চেয়ে ধীর হচ্ছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সুদের হার বৃদ্ধির কারণে উন্নয়নশীল বিশ্ব থেকে পুঁজি সে দেশে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে অনেক দেশেই বিনিয়োগ কমে যেতে পারে, শেয়ারবাজার এবং ব্যাংকগুলোর পুঁজি কমে যেতে পারে। অন্যদিকে বাংলাদেশের মতো অনেক দেশ বড় আকারের ঋণগ্রস্ত, এটিও চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে অন্য সংস্থাগুলোর চেয়ে ইউএনএসকাপ 'বেশি ইতিবাচক' মন্তব্য করে সুভজিৎ ব্যানার্জি বলেন, 'বিশ্ববাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজার যদি অনিশ্চয়তার মুখে না পড়ে তাহলে পূর্বাভাস শেষ পর্যন্ত আরো কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে।' তবে ধারবাহিকভাবে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চাইলে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা জরুরি বলেও মত দেন তিনি।

ড. সুভজিৎ ব্যানার্জি বলেন, 'চলতি অর্থবছরে যেভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। মূলত অবকাঠামো উন্নয়নের অভাবে দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।' এসকাপের অর্থনৈতিক কর্মকর্তা শুভজিৎ বলেন, 'প্রবৃদ্ধির অর্থ গরিবের হাতে যেতে পারছে না। তাই বৈষম্য বাড়ছে।' দারিদ্র্য বিমোচনের কাঙ্ক্ষিত হার অর্জন না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এ বিষয়ে সরকারের মনোযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।

জাতিসংঘ ও সরকারের মধ্যে প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলনে তারতম্য নিয়ে দেবপ্রিয় বলেন, 'এগুলো সবই প্রাক্কলন। একেকজন একেক ধরনের সূচক ব্যবহার করে। অনেকে ভিন্ন ভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে করে, কেউ তিন মাসের, আবার কেউ ছয় মাসের, কেউ অন্য কোনো দেশের সঙ্গে তুলনামূলক তথ্য দিয়ে প্রাক্কলন করে। তাই ৬.৮ শতাংশের সঙ্গে ৭.০৫ শতাংশের তুলনা করে আমরা বলব, একটা বেশি একটা কম—এটা তুলনীয় নয়। কারণ তথ্যভিত্তি ভিন্ন এবং যেসব বিশ্লেষণী কাঠামো ব্যবহার করা হয় সেগুলোও ভিন্ন।'

দৈনিক করতোয়া
The Daily Karatoa
Date:29-04-2016 Page 12, Col 6-7 Size: 11 Col*Inc

প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচেই থাকবে : ইউএনএসকাপ

স্টাফ রিপোর্টার, ঢাকা অফিস: চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে সরকার আত্মবিশ্বাসী হলেও বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মতো জাতিসংঘও বলছে, প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচেই থাকবে। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে হালনাগাদ জরিপে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিকের (এসকাপ) ২০১৬ সালের এই জরিপ প্রতিবেদন বৃহস্পতিবার রাজধানীর আইডিবি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদন তুলে ধরে এসকাপের অর্থনৈতিক কর্মকর্তা ড. শুভজিৎ ব্যানার্জি বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চললেও রপ্তানি ও কৃষি খাতের উন্নতির কারণে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। 'বাংলাদেশের জন্য আমাদের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রধানত অভ্যন্তরীণ খাত থেকে আসবে, নতুন ভোক্তা সৃষ্টি হবে। অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের জন্যই আসলে প্রবৃদ্ধি ৬ (১১ পৃঃ ১ কঃ দ্রঃ)

প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচেই থাকবে

(শেষ পাতার পর)

দশমিক ৮ ভাগ ধরা হচ্ছে।' বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে অন্য সংস্থাগুলোর চেয়ে ইউএনএসকাপ 'বেশি ইতিবাচক' মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'বিশ্ব বাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজার যদি অনিশ্চয়তার মুখে না পড়ে তাহলে পূর্বাভাস শেষ পর্যন্ত আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে।' প্রবৃদ্ধির চলমান ধারা বজায় রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উপর জোর দেন এসকাপের এই গবেষক। তিনি বলেন, 'চলতি অর্থবছরে যেভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। মূলত অবকাঠামো উন্নয়নের অভাবে দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।' এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ২০১৬ প্রতিবেদন প্রকাশের এই অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ডি ওয়াটকিন্স উপস্থিত ছিলেন।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসের (জুলাই-মার্চ) তথ্য বিশে-ষণ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেবে এবার জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ০৫ শতাংশ হবে বলে চলতি মাসের শুরুর দিকে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জানিয়েছিলেন; বাজেটেও ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল। তবে বিশ্ব ব্যাংকের ছয় মাসের ও এডিবির নয় মাসের হালনাগাদ প্রতিবেদনে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৭ শতাংশের বেশি হবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আইএমএফও বলেছে, ৬ দশমিক ৩ শতাংশের কথা।

মানবজমিন
Date:29-04-2016 Page 01, Col 1 Size: 9.5 Col*Inc

UNITED NATIONS
ESCAP

প্রবৃদ্ধি হবে ৬.৮ শতাংশ

প্রবৃদ্ধি হবে ৬.৮ শতাংশ

অর্থনৈতিক রিপোর্টার: চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.৮ শতাংশ হবে বলে মনে করে জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক (এসকাপ)। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের *পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১*

প্রথম পৃষ্ঠার পর · অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে হালনাগাদ জরিপে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৬.৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। গতকাল এসকাপ-এর ২০১৬ সালের এই জরিপ প্রতিবেদন রাজধানীর আইডিবি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদন তুলে ধরে এসকাপের অর্থনৈতিক কর্মকর্তা ড. শুভজিৎ ব্যানার্জি বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চললেও রপ্তানি ও কৃষি খাতের উন্নতির কারণে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। বাংলাদেশের জন্য আমাদের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রধানত অভ্যন্তরীণ খাত থেকে আসবে, নতুন ভোক্তা সৃষ্টি হবে। অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের জন্যই আসলে প্রবৃদ্ধি ৬.৮ ভাগ ধরা হচ্ছে। বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে অন্য সংস্থাগুলোর চেয়ে ইউএনএসকাপ বেশি ইতিবাচক মন্তব্য করে তিনি বলেন, বিশ্ববাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজার যদি অনিশ্চয়তার মুখে না পড়ে তাহলে পূর্বাভাস শেষ পর্যন্ত আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে। প্রবৃদ্ধির চলমান ধারা বজায় রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর জোর দেন এসকাপের এই গবেষক। তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে যেভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। মূলত অবকাঠামো উন্নয়নের অভাবে দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ২০১৬ প্রতিবেদন প্রকাশের এই অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ডি ওয়াটকিন্স উপস্থিত ছিলেন।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসের (জুলাই-মার্চ) তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেবে এবার জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.০৫ শতাংশ হবে বলে চলতি মাসের শুরুর দিকে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জানিয়েছিলেন; বাজেটেও ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল। তবে বিশ্ব ব্যাংকের ৬ মাসের ও এডিবির ৯ মাসের হালনাগাদ প্রতিবেদনে প্রবৃদ্ধি ৬.৭ শতাংশের বেশি হবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আইএমএফও বলেছে, ৬.৩ শতাংশের কথা।

নয়া দিগন্ত
Date: 29-04-2016 Page 01 Col 5 Size: 14 Col*Inc

৭ ভাগের নিচে থাকবে প্রবৃদ্ধি

জাতিসঙ্ঘ

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

চলতি অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচে থাকবে বলে জানিয়েছে জাতিসঙ্ঘ। এর আগে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকও বলেছে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচে থাকবে।

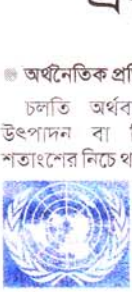

এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে হালনাগাদ জরিপে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে।

জাতিসঙ্ঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোস্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিকের (এসকাপ) ২০১৬ সালের ১২ পৃ: ৮-এর কলামে

৭ ভাগের নিচে থাকবে

১ম পৃষ্ঠার পর

এই জরিপ প্রতিবেদন গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আইডিবি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনটি তুলে ধরে এসকাপের অর্থনৈতিক কর্মকর্তা ড. শুভজিৎ ব্যানার্জি বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চললেও রফতানি ও কৃষি খাতের উন্নতির কারণে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের জন্য আমাদের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রধানত অভ্যন্তরীণ খাত থেকে আসবে, নতুন ভোক্তা সৃষ্টি হবে। অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের জন্যই আসলে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ ভাগ ধরা হচ্ছে। প্রসঙ্গত বাংলাদেশ সরকার বলছে চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হবে ৭ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ।

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অন্য সংস্থাগুলোর চেয়ে ইউএনএসকাপ বেশি উল্লেখ করেছে। এর জবাবে শুভজিৎ বলেন, বিশ্ববাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজার যদি অনিশ্চয়তার মুখে না পড়ে তাহলে পূর্বাভাস শেষ পর্যন্ত আরো কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে।

প্রবৃদ্ধির চলমান ধারা বজায় রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর জোর দেন এসকাপের এই গবেষক। তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে যেভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। মূলত অবকাঠামো উন্নয়নের অভাবে দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

শুভজিৎ বলেন, প্রবৃদ্ধির অর্থ গরিবের হাতে যেতে পারছে না। তাই বৈষম্য বাড়ছে। দারিদ্র্য বিমোচনের কাঙ্ক্ষিত হার অর্জন না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এ বিষয়ে সরকারের মনোযোগ দেয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং জাতিসঙ্ঘের আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ডি ওয়াটকিন্স উপস্থিত ছিলেন।

জাতিসঙ্ঘ ও সরকারের মধ্যে প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলনে তারতম্য বিষয়ে দেবপ্রিয় বলেন, 'এগুলো সবই প্রাক্কলন (অ্যাস্টিমেটেড)। একেক জন একেক ধরনের সূচক ব্যবহার করেন। আবার একেক জন্য একেক ধরনের তথ্যের ভিত্তিতে করেন। কেউ তিন মাসের আবার কেউ ছয় মাসের, কেউ অন্য কোনো দেশের সাথে তুলনামূলক তথ্য দিয়ে প্রাক্কলন করেন।

'তাই ৬ দশমিক ৮ ভাগের সাথে ৭ দশমিক ০৫ এর তুলনা করে আমরা বলব, একটা বেশি একটা কম- এটা তুলনীয় না। কারণ তথ্যের ভিত্তি ভিন্ন এবং যেসব বিশ্লেষণী কাঠামো ব্যবহার করা হয় সেগুলোও ভিন্ন।'

২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসের (জুলাই-মার্চ) তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে এবার জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ০৫ শতাংশ হবে বলে চলতি মাসের শুরুর দিকে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জানিয়েছিলেন। বাজেটেও ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল।

তবে বিশ্বব্যাংকের ছয় মাসের এবং এডিবির ৯ মাসের হালনাগাদ প্রতিবেদনে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৭ শতাংশের বেশি হবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আইএমএফও বলেছে, ৬ দশমিক ৩ শতাংশের কথা।

The News Today
Date:29-04-2016 Page 01, Col 7-8 Size: 30 Col*Inc

ESCAP projects 6.8 pc growth

The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) on Thursday said Bangladesh's GDP growth in the current fiscal year will be 6.8 Percent, reports UNB.

The UN body came up with the projection while launching its flagship publication 'Economic and Social Survey for Asia and the Pacific 2016' at an event at IDB Bhaban in the city.

UN Resident Coordinator in Bangladesh Robert D Watkins and CPD Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya also spoke at the programme, jointly arranged by United Nations Information Centre (UNIC) in Dhaka and United Nations Resident Coordinator's office in Bangladesh.

Placing the survey report, ESCAP economic affair officer Bangkok Shuvojit Banerjee said, "The outlook for growth (of Bangladesh) remains optimistic, with growth being projected at 6.8 percent in 2016 and 7 percent in 2017." Apart from strong household spending supported by steady employment growth, economic growth should also benefit from a supportive macroeconomic policy

▶ Page 15 col. 4

ESCAP projects 6.8 pc growth

From Page 1 col. 8

stance, including a 50-basis point reduction in the policy rate in January 2016 and the planned, larger fiscal deficit of 5 percent of GDP for the fiscal year 2016, the survey said.

On the downside, it said, high non-performing loans could constrain the growth of the bank loans.

According to the survey, Bangladesh has sustained a robust and resilient economic growth rate of more than 6 percent in the past several years. In the 2015, the output grew by 6.5 percent, up from 6.1 percent in 2014, despite political turmoil in the third quarter.

Earlier on April 5 last, Planning Minister AHM Mustafa Kamal said Bangladesh is set to overcome its six percent GDP growth 'trap' the end of the current fiscal year as per a provisional estimate.

"This is a matter of pride for the whole nation as we're going to achieve 7.05 percent GDP growth rate for the first time," he said while briefing reporters after a meeting of National Economic Council (NEC) held with Prime Minister Sheikh Hasina in the chair.

As his attention was drawn to the government's GDP growth projection, Shuvojit Banerjee said their estimation is a slight lower than the government's one. "Our projection is very close to the government's one. I think we made the estimate with more optimism than other oragansitions."

Shuvojit said Bangladesh's economic growth faces uncertainty caused by global risks.

Although the share of private consumption in GDP of Bangladesh has trended downwards in recent years, household spending continued to propel the economy in 2015, supported by lower inflation, higher workers' remittances and farm incomes, and rising public sector wages and transfer payments, according to the survey.

Garment exports, accounting for more than 80 percent of total exports, were sluggish on subdued orders from Europe and lower cotton prices, it said.

Despite favourable workers' remittances, strong import demand and tepid export of goods pushed the current account balance into a deficit of 0.8 percent of GDP in 2015, the first shortfall in three years, the study said.

It said inflation dropped slightly to 6.4 percent in 2015 amid a vigilant monetary policy and a stable exchange rate that enabled pass-through of lower global food prices.

Despite strong growth performance in past years, several medium-term development challenges remain. The challenges include, among others, the need to reduce infrastructure and energy shortages, broaden the export base beyond garments and ensure decent work conditions and labour rights, the study observed.

Dr Debapriya said Bangladesh has no systematic mechanism to monitor the global situation to keep short-term budgetary, fiscal and monetary measures, though both continuous recession and recovery in the global economy create problem for Bangladesh.

He said Bangladesh needs to increase labour productivity. "Education, skills, research and innovation are important to address the skill gap in Bangladesh."

"In Bangladesh, paradoxically unemployment rate increases with education. What does it say? It says the education we are getting is not matching the demand. So, the quality of education has become a very critical issue," Dr Debapirya opined.

In Baingkok, Dr Shamshad Akhtar, UN Under-Secretary Geneal and ESCAP Executive Secretary launched the survey. It emphasised that Asia-Pacific region will require higher and targeted fiscal spending, enhanced skills, better infrastructure and improved agricultural productivity.

As the nations begin implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development, the next phase of the Asia-Pacific economic growth should be driven by broad-based productivity gains, it said.

ESCAP recommends that if the region is to shift to a more sustainable development strategy driven by domestic demand, greater focus must be placed on productivity along with commensurate increases in real wages.

সংবাদ
Date:29-04-2016 Page 01 Col 5 Size:15 Col*Inc

জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচে থাকবে

—— ইউএনএসকাপ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে সরকার আত্মবিশ্বাসী হলেও বিশ্বব্যাংকসহ অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মতো জাতিসংঘও বলছে, প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচেই থাকবে। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে হালনাগাদ জরিপে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে।

জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিকের (এসকাপ) ২০১৬ সালের **জিডিপি** : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

জিডিপি : প্রবৃদ্ধি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই জরিপ প্রতিবেদন গতকাল রাজধানীর আইডিবি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদন তুলে ধরে এসকাপের অর্থনৈতিক কর্মকর্তা ড. শুভজিৎ ব্যানার্জি বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চললেও রপ্তানি ও কৃষি খাতের উন্নতির কারণে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। বাংলাদেশের জন্য আমাদের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রধানত অভ্যন্তরীণ খাত থেকে আসবে, নতুন ভোক্তা সৃষ্টি হবে। অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের জন্যই আসলে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ ভাগ ধরা হচ্ছে।

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে অন্য সংস্থাগুলোর চেয়ে ইউএনএসকাপ 'বেশি ইতিবাচক' মন্তব্য করে তিনি বলেন, বিশ্ব বাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজার যদি অনিশ্চয়তার মুখে না পড়ে তাহলে পূর্বাভাস শেষ পর্যন্ত আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে। প্রবৃদ্ধির চলমান ধারা বজায় রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর জোর দেন এসকাপের এই গবেষক। তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে যেভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। মূলত অবকাঠামো উন্নয়নের অভাবে দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ২০১৬ প্রতিবেদন প্রকাশের এই অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ডি ওয়াটকিন্স উপস্থিত ছিলেন। এসকাপের অর্থনৈতিক কর্মকর্তা শুভজিৎ বলেন, প্রবৃদ্ধির অর্থ গরিবের হাতে যেতে পারছে না। তাই বৈষম্য বাড়ছে। দারিদ্র্য বিমোচনের কাঙ্ক্ষিত হার অর্জন না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এ বিষয়ে সরকারের মনোযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।

জাতিসংঘ ও সরকারের মধ্যে প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলনে তারতম্য নিয়ে দেবপ্রিয় বলেন, এগুলো সবই প্রাক্কলন। একেক জন একেক ধরনের সূচক ব্যবহার করেন। আবার একেক জন্য একেক ধরনের তথ্যের ভিত্তিতে করেন; কেউ তিন মাসের আবার কেউ ছয় মাসের, কেউ অন্য কোনো দেশের সাথে তুলনামূলক তথ্য দিয়ে প্রাক্কলন করে। তাই ৬ দশমিক ৮ ভাগের সঙ্গে ৭ দশমিক ০৫ এর তুলনা করে আমরা বলব, একটা বেশি একটা কম- এটা তুলনীয় না। কারণ তথ্য ভিত্তি ভিন্ন এবং যে সমস্ত বিশ্লেষণী কাঠামো ব্যবহার করা হয় সেগুলোও ভিন্ন।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসের (জুলাই-মার্চ) তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেবে এবার জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ০৫ শতাংশ হবে বলে চলতি মাসের শুরুর দিকে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জানিয়েছিলেন; বাজেটেও ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল। তবে বিশ্ব ব্যাংকের ছয় মাসের ও এডিবির নয় মাসের হালনাগাদ প্রতিবেদনে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৭ শতাংশের বেশি হবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আইএমএফও বলেছে, ৬ দশমিক ৩ শতাংশের কথা।

সমকাল
Date:29-04-2016 Page: 12 Col: 1 Size:07 Col*Inc

ইউএনএসকাপের জরিপ

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে ৬.৮ শতাংশ

■ সমকাল প্রতিবেদক

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ শতাংশ প্রাক্কলন করেছে জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড ফ্যাসিফিক (ইউএনএসকাপ)। সংস্থার এক জরিপ প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে এ প্রতিবেদন গতকাল বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

এ উপলক্ষে রাজধানীর আইডিবি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এসকাপের অর্থনৈতিক কর্মকর্তা ড. শুভজিৎ ব্যানার্জি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জন্য এসকাপের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রধানত অভ্যন্তরীণ খাতকে কেন্দ্র করেই ধরা হয়েছে। এ দেশে নতুন ভোক্তার সংখ্যা বাড়ছে। অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের ওপর নির্ভর করেই প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ ভাগ ধরা হচ্ছে। বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চললেও রফতানি ও কৃষি খাতের উন্নতির কারণে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। প্রবৃদ্ধির চলমান ধারা বজায় রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর জোর দেন তিনি।

বিনিয়োগ সম্পর্কে ওই কর্মকর্তা বলেন, জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ এগুলেও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সম্ভব হয়নি। বিদেশি বিনিয়োগ না আসার পেছনে অবকাঠামো দুর্বলতাকে দায়ী করেন তিনি। অনুষ্ঠানে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ডি ওয়াটকিন্স উপস্থিত ছিলেন।

সকালের খবর

Date: 29-04-2016 Page: 06, Col 8 Size: 8.5 Col*Inc

এসকাপের প্রতিবেদন

প্রবৃদ্ধি হবে ৬.৮ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ। জাতিসংঘের ইকনোমিক অ্যান্ড সোস্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিকের (এসকাপ) ২০১৬ সালের এই জরিপ প্রতিবেদনে এ প্রাক্কলন দেওয়া হয়েছে। গতকাল রাজধানীর আইডিবি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে হালনাগাদ জরিপটি প্রকাশ করা হয়। এসকাপের অর্থনৈতিক কর্মকর্তা ড. শুভজিৎ ব্যানার্জী প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ডি ওয়াটকিন্স উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে অন্য সংস্থাগুলোর চেয়ে ইউএনএসকাপ 'বেশি ইতিবাচক' মন্তব্য করে তিনি বলেন, বিশ্ব বাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজার যদি অনিশ্চয়তার মুখে না পড়ে তাহলে পূর্বাভাস শেষ পর্যন্ত আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জন্য আমাদের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রধানত অভ্যন্তরীণ খাত থেকে আসবে, নতুন ভোক্তা সৃষ্টি হবে। অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের জনাই আসলে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ ভাগ ধরা হচ্ছে।

শুভজিৎ ব্যানার্জী বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চললেও রফতানি ও কৃষি খাতের উন্নতির কারণে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। প্রবৃদ্ধির চলমান ধারা বজায় রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে।

তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে যেভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। মূলত অবকাঠামো উন্নয়নের অভাবে দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ড. ব্যানার্জী আরও বলেন, প্রবৃদ্ধির অর্থ গরিবের হাতে যেতে পারছে না। তাই বৈষম্য বাড়ছে। দারিদ্র্য বিমোচনের কাঙ্ক্ষিত হার অর্জন না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এ বিষয়ে সরকারের মনোযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।

জাতিসংঘ ও সরকারের মধ্যে প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলনে তারতম্য নিয়ে দেবপ্রিয় বলেন, এগুলো সবই প্রাক্কলন। একেকজন একেক ধরনের সূচক ব্যবহার করেন।

ভোরের পাতা
Date: 29-04-2016 Page: 04, Col 4-5 Size: 11 Col*Inc

প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচেই থাকবে : ইউএন এসকাপ

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে সরকার আত্মবিশ্বাসী হলেও বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার মতো জাতিসংঘও বলছে, প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচেই থাকবে। এশীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে হালনাগাদ জরিপে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিকের (এসকাপ) ২০১৬ সালের এই জরিপ প্রতিবেদন সম্প্রতি রাজধানীর আইডিবি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদন তুলে ধরে এসকাপের অর্থনৈতিক কর্মকর্তা ড. শুভজিৎ ব্যানার্জি বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চললেও রফতানি ও কৃষিখাতের উন্নতির কারণে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। 'বাংলাদেশের জন্য আমাদের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রধানত অভ্যন্তরীণ খাত থেকে আসবে, নতুন ভোক্তা সৃষ্টি হবে। অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের জন্যই আসলে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ ভাগ ধরা হচ্ছে।' বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে অন্য সংস্থাগুলোর চেয়ে ইউএন এসকাপ 'বেশি ইতিবাচক' মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'বিশ্ববাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজার যদি অনিশ্চয়তার মুখে না পড়ে, তাহলে পূর্বাভাস শেষ পর্যন্ত আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে।' প্রবৃদ্ধির চলমান ধারা বজায় রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর জোর দেন এসকাপের এই গবেষক। তিনি বলেন, 'চলতি অর্থবছরে যেভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। মূলত অবকাঠামো উন্নয়নের অভাবে দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।' এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জরিপ-২০১৬ প্রতিবেদন প্রকাশের এই অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ডি ওয়াটকিন্স উপস্থিত ছিলেন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসের (জুলাই-মার্চ) তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে এবার জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ০৫ শতাংশ হবে বলে চলতি মাসের শুরুর দিকে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জানিয়েছিলেন; বাজেটেও ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল।

United Nations
ESCAP